১। "পৃথিবীতে সুনীতির চাইতে সুরুচি কম দুর্লভ পদার্থ নয় পুরাকালে সাহিত্যের চর্চা মানুষকে নীতিমান না করলেও রুচিমান করত।"—কে কোথায় এই মন্তব্য করেছেন? মন্তব্যটির সার্থকতা বিচার কর।

অথবা

"যে সমাজে কাব্যচর্চা হচ্ছে বিলাসের একটি অঙ্গ, সে সমাজ যে সভ্য এই হচ্ছে আমার প্রমথ বক্তব্য।"—কার উক্তি? কেন তিনি এই ধরনের উক্তি করেছেন তা আলোচনা কর।

অথবা

"বরং যে জাতির যত বেশি লোক, যত বেশি বই পড়ে, সে জাতি যে তত সভ্য, এমন কথা বললে বোধ হয় অন্যায় কথা বলা হয় না"—কে কোথায় একথা বলেছেন? এ কথাটির তাৎপর্য বিচার কর।

উত্তর। প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'বই পড়া' প্রবন্ধে আলোচ্য মন্তব্যটি করেছেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁর বই পড়া প্রবন্ধটিতে বই পড়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে প্রাচীন ভারতে এক সময় বই পড়ার প্রচলন ছিল। বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্র গ্রন্থে বই পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। বাৎস্যায়নের উক্ত গ্রন্থে তৎকালীন নাগরিকদের গৃহসজ্জার যে পরিচয় আছে সেখানে মূল সজ্জার পাশাপাশি একটি খাটে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে একটি বই রাখারও বর্ণনা আছে। প্রমথ চৌধুরী মনে করেছেন যে বইপড়া উন্নত ও সভ্যজাতির লক্ষণ। যে জাতি উন্নত ও সভ্য নয় সে জাতির লোক বই পড়ে না আর যে জাতি উন্নত, সভ্য সে জাতি বিদ্যাচর্চা হিসেবে সাহিত্য পাঠ করে। তাই তিনি বলেছেন যে যে সমাজ শুধু পেটের তাগিদে কাব্যচর্চা করে সে সমাজ উন্নত রুচির সমাজ নয়। যে সমাজে কাব্যচর্চা হচ্ছে বিলাসের একটি অঙ্গ সে সমাজ সভ্য। পুরাতন ভারতবর্ষের নাগরিকেরা সাহিত্য পাঠ করত। তাই সে যুগের মানুষ নীতিমান না হলেও রুচিমান ছিল। কেননা পৃথিবীতে সুনীতির চেয়ে সুরুচি কিছু কম দুর্লভ পদার্থ নয়। আগেকার দিনের মানুষ সাহিত্য পাঠকে মনের বেশভূষার উপকরণ হিসেবে দেখত কিন্তু এযুগের মানুষ সাহিত্যকে জীবনধারণের উপাদান হিসাবে দেখেছে। তারা মনের আনন্দে সাহিত্য পাঠ

Scanned with CamScanner

করেনি। প্রয়োজনের তাগিদে সাহিত্য পাঠ করেছে। তাই প্রমথ চৌধুরী অত্যন্ত সুরসিক মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে নিদ্রা ও কলহে দিন যাপন করার চেয়ে কাব্যচর্চায় কালাতিপাত করা অনেক বেশি মর্যাদাজনক।

২। আমি লাইব্রেরীকে স্কুল কলেজের উপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দ চিত্তে স্ব-শিক্ষিত হবার সুযোগ পায়।

অথবা

"আমার মনে হয় এদেশে লাইব্রেরীর সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম না এবং স্কুল-কলেজের চাইতে কিছু বেশি।"

অথবা

"ধর্মের চর্চা চাইলে মন্দিরের বাইরেও করা চলে, দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে, এবং বিজ্ঞানের চর্চা জাদুঘরে; কিন্তু সাহিত্যের চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরী। ও চর্চা মানুষ কারখানাতেও করতে পারে না, চিড়িয়াখানাতেও নয়।"—কে কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি করেছেন? উক্তিটির মধ্যে যে গভীর অন্তর্নিহিত অর্থ আছে তা পরিস্ফুট কর।

উত্তর। বাংলা সাহিত্যের রসজ্ঞ সমালোচক প্রমথ চৌধুরী তাঁর বই পড়া প্রবন্ধে এই মন্তব্য করেছেন। বই পড়া প্রবন্ধটি কটেজ লাইব্রেরী এবং ভবানীপুর ইনস্টিটিউটের সাহিত্য শাখার অধিবেশনে পঠিত হয়। প্রমথ চৌধুরী আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বই পড়ার গুণগুলি আলোচনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরী বারবারই শৌখিনতা চর্চার অঙ্গ হিসেবে বই পড়ার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। যে জাতি শখ করে বই পড়ে সে জাতি তত সভ্য। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা শখ করে বই পড়ে না। প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে তারা গ্রন্থ পাঠ করে। প্রমথ চৌধুরী ভারতীয় সাহিত্য থেকে প্রমাণ করেছেন ভারতবর্ষের প্রাচীন নাগরিকেরা একসময় শৌখিনতার চর্চা হিসেবে গ্রন্থ পাঠ করত।

লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী এদেশের তথাকথিত শিক্ষার সমালোচনা করেছেন। এদেশের স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় প্রমথ চৌধুরী তার ঘোরতর সমালোচনা করেছেন। এদেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্র-ছাত্রীদের নোট লেখান, নোট মুখস্থ করান। ছাত্র-ছাত্রীরা বমি করার মতো সেই মুখস্থ করা নোট পরীক্ষার খাতায় উগ্‌লে দেয়। এতে তাদের না হয় চরিত্র গঠন, না হয় শিক্ষার বিকাশ। প্রমথ চৌধুরী তাই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেয়ে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি।

মানুষ লাইব্রেরীতে যায় কারো চাপে পড়ে নয় শখ করে। লাইব্রেরীতে মানুষ নিজের প্রাণের আনন্দে পড়াশোনা করে। সেখানে পড়াশোনার জন্য কোন চাপ সৃষ্টি করা হয় না। সাহিত্য চর্চার জন্য প্রয়োজন মনের আনন্দ। লাইব্রেরী যাওয়ার মধ্যে মানুষের মনের আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে। তাই প্রমথ চৌধুরী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠাকে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার চেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। তিনি বলেছেন যে লাইব্রেরীর সার্থকতা হাসপাতালের চেয়ে কিছু কম নয়। হাসপাতালে যেমন মানুষের দেহের রোগের চিকিৎসা হয় তেমনি লাইব্রেরীতে মানুষের মনের রোগের চিকিৎসা হয়। লাইব্রেরীতে গ্রন্থ পাঠের মধ্যে দিয়ে মানুষের মনের নির্মল আনন্দ সঞ্চারিত হয়,

Scanned with CamScanner

মানুষের চিত্ত শুদ্ধ হয়, মন সুগঠিত হয়। বিদ্যালয় শিক্ষার মত এখানে শিক্ষার ভার নেই, এখানে গ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে প্রাণের আনন্দের অবাধ উৎসারণ ঘটে।

৩। "সুশিক্ষিত লোক মাত্রেই স্বশিক্ষিত।"

অথবা

"এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সবল মন যে ইনফ্যান্টাইল লিভারে গতাসু হচ্ছে তা বলা কঠিন। কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিস্ট্রারি রাখা হয়, আত্মার মৃত্যুর হয় না।"

—কোন প্রসঙ্গে কে এই মন্তব্য করেছেন? এই ধরনের মন্তব্যের সার্থকতা কি তা বুঝিয়ে দাও।

উত্তর। রসজ্ঞ সমালোচক প্রমথ চৌধুরী তাঁর বই পড়া প্রবন্ধে উক্ত মন্তব্যটি করেছেন। আমাদের দেশে বিদ্যালয় শিক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এই ধরনের মন্তব্য করেছেন।

আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়। তারা সেই বিদ্যে হজম করতে পারছে কি পারছে না সে বিচার এখানে করা হয় না। তার ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিতে গিয়ে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রমথ চৌধুরী এ বিষয়ে খুব চমৎকার একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে আমাদের দেশের মায়েরা ছেলেকে জোর করে দুধ খাওয়াতে চান। গরুর দুধ নিঃসন্দেহে উপকারী কিন্তু ছেলের যদি পেট ভর্তি থাকে কিংবা খাওয়ার ইচ্ছে না থাকে তবে তাকে জোর করে দুধ খাওয়ালে তার লিভারের বারোটা বাজে। তেমনি এদেশের বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের জোর করে বিদ্যা গেলানো হয়। ফলে তাদের সুস্থ দেহমনের বিকাশ ঘটে না। তাদের নরম কচি মনটির অকাল মৃত্যু ঘটে।

আসলে এদেশের লোক বিদ্যালয় শিক্ষাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে। ভাবটা অনেকটা এরকম যে বিদ্যালয়ের মাস্টারমহাশয়রা বিদ্যা দান করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে বিদ্যা শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না, সুশিক্ষিত লোক মাত্রেই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যা দান করবার লোকের অভাব নেই। বরং এক্ষেত্রে দাতাকর্ণের সংখ্যা একটু বেশি। কিন্তু শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষা দান করাই নয়, শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, মন রাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল জাগ্রত করতে পারেন, এর বেশি কিছু তিনি পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষার নামে ছাত্র-ছাত্রীদের পঙ্গু করে তোলা হয়। ফলে প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের শক্তিটাই শেষ পর্যন্ত তাদের নষ্ট হয়ে যায়। বিদ্যালয় শিক্ষার ত্রুটিগুলিকে তুলে ধরতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী এই মন্তব্যটি করেছেন।

৪। "লাইব্রেরি ও বিদ্যালয় ... [illegible] ... স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নই।"

Scanned with CamScanner